জঙ্গি ইস্যু এবং নির্বাচনী রাজনীতি

বাগমারা এখনও বাংলা ভাই ক্যাডারদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল

অপূর্ব কুমার, *রাজশাহী থেকে*

জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ নামক ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ দুই নেতা আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে রাজশাহীর বাগমারায় ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া জেএমবির অপারেশনে অংশ নেয়া ক্যাডাররা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিছু দিন আগে বাংলা ভাইয়ের অন্যতম সহকারী জঙ্গি মাহাতাব খামারুকে পাকড়াও করেও ছেড়ে দিয়েছে র‍্যাব। এদিকে জঙ্গি সংগঠনের নৃশংসতার শিকার সাধারণ জনগণ আজও নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন নিয়ে দিন যাপন করছে। জেএমবি ক্যাডারদের হাতে খুন হয়েছেন কোনপাড়ার গোলাম মোস্তফা, হাসানপুরের ফজলুর রহমান, খয়রা গ্রামের মাহবুব, শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মকবুল হোসেন মৃধা, সাজোয়া গ্রামের রাবেয়া খাতুনসহ আরো অনেকে। নিহতদের পরিবারে এখনও চলছে শোকের মাতম। ইসলামী জঙ্গিবাদে মদদ দেয়ার অভিযোগে এসপি মাসুদ মিয়াকে বরখাস্ত করা হলেও বহালতবিয়তে আছেন সেই সব রাজনীতিবিদ, যারা নিজেদের প্রয়োজনে জেএমবিকে ব্যবহার করেছে।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর উত্তরাঞ্চলে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলো এমনিতেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে পেয়েছিল প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সাহায্য। প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় জেএমবি এমন অমানবিক নির্যাতন চালায় যে, সেদিন ভয় ও আতঙ্কে সাধারণ মানুষ কোনো প্রতিবাদ করেনি। সর্বহারা দমনের নামে জামায়াত-বিএনপি নেতারা বিরোধীদের ধ্বংসে তখন মেতে উঠেছিল। একদিন যারা ছিল সর্বহারার ক্যাডার, তারা রাতারাতি বদলে গিয়ে হয়েছিল বাংলা ভাইয়ের সশস্ত্র ক্যাডার। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাগমারা

সরদার আমজাদ হোসেন

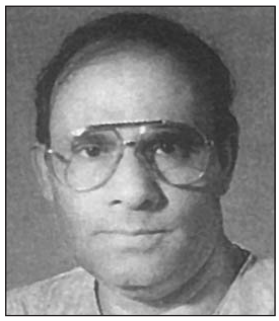

আবু হেনা

পরিণত হয় জেএমবির নিরাপদ আখড়ায়। বাগমারার একদিকে নাটোরের নলডাঙ্গা, অন্যদিকে নওগাঁর রানীনগর ও আত্রাই থানা। এই বাগমারা থেকেই গোটা উত্তরাঞ্চলে জেএমবির অপারেশন পরিচালিত হতো। বাগমারার হামিরকুৎসা গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার রমজান কায়ার বাড়ি ছিল বাংলা ভাইয়ের আবাসস্থল। পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সে সময় জেএমবি ক্যাডাররা হত্যা করে ২২ জনকে এবং পিটিয়ে আহত করে অসংখ্য মানুষকে। সম্প্রতি বাংলা ভাইয়ের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান গ্রেপ্তার হলেও এখনও প্রকাশ্যে শত শত জেএমবি ক্যাডার ঘুরে বেড়ায়। সর্বশেষ ৬ ফেব্রুয়ারি দোগলপাড়া গ্রামের চরমপন্থি নেতা ওমর আলীকে হত্যার মাধ্যমে আবারও প্রমাণ করে বাগমারায় এখনও জেএমবি ক্যাডারদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এরকম পরিস্থিতিতেই আগামী সংসদ নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে রাজশাহী-৩ (বাগমারা-মোহনপুর) নির্বাচনী এলাকায়।

রাজশাহীর পাঁচটি আসন চারদলীয় জোটের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচত। দীর্ঘদিন ধরে এই আসনগুলোতে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের নেতারা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে জিতে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সারা দেশে ইসলামী জঙ্গিদের নাটকীয় উত্থানের কারণে চারদলীয় জোটের ভোট ব্যাংক বলে পরিচিত এ অঞ্চলে দৃশ্যপট পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে বাগমারা-মোহনপুরে চারদলীয় জোটের চাইতে ১৪ দলের সমর্থন বেড়ে গেছে। সারা দেশে জঙ্গি উত্থানের আগে উত্তরাঞ্চলে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয় জঙ্গিদের কার্যক্রম চলতে থাকে চারদলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতায় আসার পরপরই। অভিযোগ রয়েছে, চারদলীয় ঐক্যজোটের রাজশাহী অঞ্চলের দুজন মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী জঙ্গিরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পুলিশ প্রশাসনের মদদেই প্রকাশ্য জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ নামের জঙ্গি সংগঠন নৃশংস হত্যাকন্ডসহ পৈশাচিক বর্বরতা চালায় জনগণের ওপর। চরমপন্থি দমনের নামে জঙ্গিরা বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে রাজশাহী-নাটোরের বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ইন্ধনে জঙ্গিরা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে যোগ দেয় বাগমারা-মোহনপুরের চারদলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা। স্থানীয় বিএনপি-জামায়াতের মদদে জেএমবি উত্তরাঞ্চলে তাদের সফল বাগমারা মিশন পরিচালনা করে। মূলত জঙ্গি উত্থান, সাধারণ জনগণের সঙ্গে স্থানীয় সাংসদের দূরত্ব বাগমারা-মোহনপুর অঞ্চলে চারদলীয় জোটের সমর্থনে ইদানীং ভাটা পড়ে। এই নির্বাচনী এলাকার মধ্য দিয়ে বিএনপি-জামায়াতসহ চারদলীয় জোট সরকারের দুর্গ বলে পরিচিত রাজশাহীতে আঘাত হানতে পারে ১৪ দল। অনেকে আশঙ্কা করছে, জঙ্গি তৎপরতার কারণে রাজশাহীর পাঁচটি নির্বাচনী এলাকাতেই বিপাকে পড়তে পারে চারদলীয় জোট।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাগমারা-মোহনপুর এলাকায় চারদলীয় জোটের তুলনায় ১৪ দল নির্বাচনী প্রচারণাসহ সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। নির্বাচনী এলাকার দৃশ্যপট পাল্টে গেছে মূলত এই সংসদীয় আসনে পাঁচবার নির্বাচিত সাবেক মন্ত্রী জাতীয় পার্টির সরদার আমজাদ হোসেন আওয়ামী লীগে যোগদানের পর। অন্যদিকে সারা দেশে জঙ্গি উত্থানের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে চারদলীয় জোটের একাধিক মন্ত্রীর হাত আছে বলে বক্তব্য দেয়ার পর স্থানীয় সাংসদ আবু হেনাকে ২০০৫ সালের ২৬ নবেম্বর বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এমপি আবু হেনাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কারের কারণে বাগমারা-মোহনপুরে চারদলীয় জোটের অবস্থান দুর্বল

হয়ে যায়। ১৭ আগস্ট সারা দেশে বোমা হামলার পর জঙ্গি তৎপরতায় সরকারের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতের যোগসাজশ রয়েছে- সাংসদ আবু হেনা এমন মন্তব্য করার পর স্থানীয় জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির দূরত্ব বেড়ে যায়। বর্তমানে ঐ এলাকায় সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে নেতৃত্বের সংকট চলছে। এছাড়াও এমপি আবু হেনা দীর্ঘদিন ধরে তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনবিচ্ছিন্ন রয়েছেন। আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিএনপির একাধিক নেতা এখন বাগমারা-মোহনপুরে নিয়মিত গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগমারা-মোহনপুরের গত নির্বাচনে চারদলীয় জোটের প্রার্থী আবু হেনা ১ লাখ ১৩ হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী জেন্নাতুন নেসা তালুকদার ৭৬ হাজার ভোট পান। এই আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী সরদার আমজাদ হোসেন পান ৫৭ হাজার ভোট। রাজশাহী-৩ নির্বাচনী এলাকায় পাঁচবার নির্বাচিত এমপি সরদার আমজাদ হোসেন আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার পর বর্তমানে এলাকার নির্বাচন পরিস্থিতি পালটে গেছে। সরদার আমজাদ হোসেন আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার সময় জাতীয় পার্টির অনেক মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীও আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তিনি এই নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। এছাড়া সাবেক মন্ত্রী জেন্নাতুন নেসা এবং রাজশাহী বার কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন ১৪ দলের কাছে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে সাংসদ আবু হেনাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর বিএনপির একাধিক নেতা এলাকায় মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছেন। মূলত বাগামারা-মোহনপুর এখন ব্যারিস্টার আমিনুল হক সমর্থিত অধ্যাপক এমএ গফুর এবং সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু সমর্থিত জেলা যুবদলের সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন তপু চারদলীয় জোটের কাছে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তদবির শুরু করে দিয়েছেন। যদি সাংসদ আবু হেনাকে বিএনপিতে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে এ আসনের নির্বাচনী পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার সাংসদ আবু হেনা স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচনে অংশ নিলে বিপাকে পড়তে পারে চারদলীয় জোট। কারণ দলের বাইরে ব্যাক্তি আবু হেনার নিজস্ব কিছু ভোট ব্যাংক আছে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই সংসদীয় আসনে যেকোনো বছরের তুলনায় ১৪ দলের অবস্থান ভালো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, এই আসনে মনোনয়ন পাবার জন্য আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন সাবেক মন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেন, জেন্নাতুন নেসা তালুকদার এবং অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন। তারা এলাকায় ১৪ দলের প্রার্থী হিসেবে জনসংযোগ শুরু করেছেন। এলাকাবাসী জানায়, সঠিক লোককে মনোনয়ন দেয়া হলে এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল না থাকলে এই আসনটি ১৪ দলের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সরদার আমজাদ হোসেনের রয়েছে কিছু রিজার্ভ ভোট। ২০০০-এর সঙ্গে আলাপকালে সরদার আমজাদ হোসেন জানান, '২০০১-এর নির্বাচনে আমি ৫৭ হাজার ভোট পেয়েছি। এই ভোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভোট যোগ করলে নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত।'

সাবেক মন্ত্রী জেন্নাতুন নেসা তালুকদার ২০০০-কে বলেন, '৯৬ সালের পর যখন আমি এই এলাকার দায়িত্বে ছিলাম, তখন বাগমারা-মোহনপুরের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এ কারণে এলাকাবাসী আবারও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা বলছে। আমি বিষয়টি হাইকমান্ডকে জানিয়েছি। দল মনোনয়ন দিলে নির্বাচনে জেতা সম্ভব। দলের স্বার্থে যেকোনো সিদ্ধান্ত আমি মেনে নেব।' আগামী সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে জানতে চাইলে অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম ২০০০-কে বলেন, 'আমাকে যদি দল মনোনয়ন দেয়, তবে আমি নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে আশাবাদী। বাগমারা-মোহনপুরের সাধারণ জনগণ আমাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা বলছে।'

অন্যদিকে চারদলীয় ঐক্যজোটের অবস্থান আগের চাইতে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। সর্বহারা দমনের নামে ইসলামী মৌলবাদীরা যে অত্যাচার চালিয়েছে তার প্রভাব আগামী নির্বাচনে পড়বে বলে সাধারণ জনগণ মনে করছে। ব্যারিস্টার আমিনুল সমর্থিত অধ্যাপক এমএ গফুর এবং মেয়র মিনু সমর্থিত তোফাজ্জেল হোসেন তপু এ এলাকায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অধ্যাপক এমএ গফুর ২০০০-কে বলেন, 'আগামী সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-৩ আসনে চারদলীয় ঐক্যজোটের অবস্থান ভালো। জোট তাকে মনোনয়ন দিলে নির্বাচনে জেতার বিষয়ে তিনি আশাবাদী।' তিনি বলেন, 'মাঠ পর্যায়ে নেতা-কর্মীরা তাকে নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে।' এদিকে জেলা যুবদল সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন তপু ২০০০-কে বলেন, বাগমারা-মোহনপুরের জনগণের মধ্যে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, দলের মধ্য অভ্যন্তরীণ কোন্দল নেই। জঙ্গি বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কোনো ধরনের জঙ্গি তৎপরতা নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না।'

তবে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সাংসদ আবু হেনাকে আবার বিএনপিতে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবু হেনাই আগামী সংসদ নির্বাচন চারদলীয় জোটের প্রার্থী হতে পারেন। অন্যদিকে আবু হেনা সতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করলে চারদলীয় ঐক্যজোটের ওপর প্রভাব পড়বে। এছাড়াও জোটের অন্যতম শরিক দল জামায়াতে ইসলামী এআসনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাগমারা জামাতের আমির আব্দুল আহাদ কবিরাজ ২০০০ কে বলেন, 'এই আসনে জামায়াতের প্রায় ৪২ হাজার ভোট রয়েছে। আমরা জোটের কাছে এই আসনটি নির্বাচনের জন্য চাইব। সে ক্ষেত্রে রাজশাহী মহানগর জামায়াতের আমির আতাউর রহমান এই আসনে নির্বাচন করবেন।'

জিনাতুন্নেসা তালুকদার

অধ্যাপক এম এ গফুর

অন্যদিকে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এই আসনে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। রাজশাহী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এনামুলক হক এ আসনে নির্বাচন করবেন বলে তিনি জানান। আগামী সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে এনামুল হক বলেন, 'বাগমারায় দুটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কমিউনিস্ট পার্টির। আমরা বিকল্প শক্তি গড়ার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব।'

সারা দেশে জঙ্গি উত্থানের পেছনে প্রশাসনের মদদ রয়েছে অভিযোগটি বাগমারাবাসীর কাছে স্পষ্ট। তারা চোখের সামনে দেখেছে পুলিশ এবং মন্ত্রীর প্রশ্রয়েই বেড়ে উঠেছিল জেএমবি। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আগামী নির্বাচনে এই অঞ্চলের ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলবে বলে এলাকাবাসী জানায়। সে ক্ষেত্রে এককালে বিএনপি-জামায়াতের দুর্গ বলে পরিচিত এই আসনটি তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।